দৈনিক বাংলা

১৩

তারিখ 10/11/79
পৃষ্ঠা 5 কলাম 4

জনমত

খেলাধুলা ও মেডিক্যাল কলেজে আসন

ইদানীং আমাদের সরকারী মহলে খেলাধুলার মানোন্নয়ন সম্পর্কে যে সচেতনতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে নিঃসন্দেহে তা সুলক্ষণ। প্রসঙ্গতঃ এক বন্ধুর কথা মনে পড়ছে। উঁচু মহলের লোক। প্রতিবার বিশ্ব-অলিম্পিকের প্রাক্কালে ফোঁস ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলেন তিনি, বিশ্ব ক্রীড়ার এমন একটি মহতী জলসায় আমাদের ভূমিকার জন্যে। বিষয়টি নিশ্চয়ই আক্ষেপের। তবে একথাও ঠিক উন্নত মানের ক্রীড়াবিদ (এশীয়মানে, কিংবা বিশ্বমানে) হঠাৎ তৈরি হয় না। তার জন্য চাই দীর্ঘদিনের প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও অনুশীলন। প্রয়োজন প্রথম থেকেই সম্ভাবনাময় ব্যক্তিত্বের বাছাই, আর বাছাই-এর উপযোগী শস্য ফলাতে হলে চাই পর্যাপ্ত সুযোগ-সুবিধা। তা না হলে জীবিকার ধান্দায় সব সম্ভাবনা অচিরেই নষ্ট হয়ে যায়।

আমাদের বিশ্বাস, সুযোগ-সুবিধার নানা ব্যবস্থার মধ্যে একটি—অন্যতম জরুরী দিক হলো, সম্ভাব্য খেলোয়াড় ছাত্রদের জন্যে কারিগরি কলেজগুলোতে; (যেমন মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয় ইত্যাদিতে ভর্তির বিশেষ আসন রাখা (অন্ততঃপক্ষে শতকরা দশটি)। এবং খেলাধুলায় বা ক্রীড়ায় বিশেষ নৈপুণ্যের জন্যে 'বিশেষ নম্বর' (স্পেশাল মার্ক) এর ব্যবস্থা করা যাতে এই বিশেষ গুণ বা কৃতিত্ব স্বীকৃতি পায় এবং ভবিষ্যতে শিক্ষার পাশাপাশি বিশেষ খেলা বা ক্রীড়ায় নৈপুণ্য অর্জন 'ইনসেন্টিভ' তৈরি হয়।

আমাদের তাই প্রস্তাবঃ সরকার তার ঘোষিত নীতি মোতাবেক খেলাধুলা, গীতবাদ্য প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ছাত্রজীবন থেকেই দক্ষতা সৃষ্টির বাস্তব পদক্ষেপ হিসাবে মেডিক্যাল কলেজ, কৃষি কলেজ এবং অনুরূপ কারিগরি কলেজগুলোতে ঐসব ক্ষেত্রে উন্নতমান বা কৃতিত্বের অধিকারী ছাত্রদের জন্যে আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা নিন—(কমপক্ষে শতকরা ১০), যাতে ঐসব সম্ভাবনাময় ছেলেদের জীবিকা নির্ভর শিক্ষার স্বার্থ—তাদের খেলাধুলার ফলে রুদ্ধ না হয়, আর—এই সঙ্গে এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করুন যাতে ভবিষ্যতে তারা জাতীয় ক্রীড়াঙ্গণে গৌরবের ছাপ রাখতে পারে। আমরা মনে করি আসন সংরক্ষণের মাধ্যমে সেই সুযোগ তৈরি হতে পারে এবং সরকার এ বছর থেকেই এই ব্যবস্থা চালু করতে পারেন।

আবদুস সালাম
খাদিম জামগা,
ঝিগাতলী,
ঢাকা।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা পাঠ্যসূচী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাস কোর্সের বাংলা বিভাগের নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী যেসব বই বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত করা হয়েছে (যেমন গল্প সংগ্রহ প্রবন্ধ সংগ্রহ ও কবিতা সংগ্রহ) এখন পর্যন্ত সেসব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হয়নি। উল্লেখ্য যে ১৯৮০ সনের পরীক্ষার্থীদের সেশন শুরু হওয়ার তিন মাস পর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নতুন করে নতুন সিলেবাস ঘোষণা করেন। ফলে পূর্বেকার সিলেবাস অনুযায়ী যেসব গল্প ও প্রবন্ধ এবং রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রা' কাব্য থেকে যেসব কবিতা পড়ানো হয় তা পরীক্ষার জন্যে নিষ্ফল শ্রমে পর্যবসিত হয়। নতুন পুস্তকের জন্যে ধর্ণা দিতে হয় লাইব্রেরীগুলিতে। কিন্তু সেখানেও পুস্তক পাওয়া যাচ্ছে না। কিছুদিনের মধ্যেই সব বই প্রকাশিত হবে বলে তারা বলছেন। কিন্তু এভাবে কিছুদিন করতে করতে দীর্ঘ পাঁচ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর প্রথমবারের মতো মাত্র 'প্রবন্ধ সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। এরপর ১৯৭৯ সনে মার্চে 'কবিতা সংগ্রহ' প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'গল্প সংগ্রহ' প্রকাশের কোন হদিস পাওয়া যাচ্ছে না। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ১৯৮০ সালের পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষার সময় নির্ধারণ করেছেন ৫ই জুন, ১৯৮০। এতো অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘ বাংলা কোর্স অধ্যয়ন করে আয়ত্ত করা ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষে খুবই কঠিন হবে। তাই ছাত্রছাত্রীদের যাতে সুবিধা হয় সেভাবে ব্যবস্থা করার জন্যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

—মোঃ মোশাররফ হোসেন,
শান্তিনগর কলেজ,
৪র্থ বর্ষ (কলা),
শান্তিনগর, ঢাকা।

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশ্নপত্র

আমরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আযমখান বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর (পূর্বভাগ) ব্যবস্থাপনা বিভাগের ১৯৭৭ সালের পরীক্ষার্থী। আমাদের পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস' (বৃটেন, বাংলাদেশ, জাপান) অন্যতম। আমাদের শিক্ষাবর্ষ শুরু হওয়ার কয়েক মাস পরে এই বিষয়টি আমাদের পাঠ্যবিষয় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। কিন্তু আমাদের সিলেবাস ছাড়াই পড়াশোনা করে পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে হয়। ফলে একরকম অনিশ্চয়তার মধ্যেই আমাদের পরীক্ষা দিতে হয়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ের সিলেবাস সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন। এ বিষয়টির পরীক্ষা হয় ১৫-১০-১৯৭৯ তারিখে। কিন্তু পরীক্ষার হলে প্রশ্নপত্রের প্রশ্নদের ধরন আমাদের 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা'-র মতো অবস্থা হয়। 'অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাস'-এর প্রশ্নে ইংরেজী ও বাংলা ভার্সনে সম্পূর্ণ মিল নেই। যেমন ইংরেজীতে ৮ নম্বরে যে প্রশ্ন আছে বাংলা ভার্সনে সে প্রশ্নটি নেই। অথবা বাংলায় ৯ নম্বরে যে প্রশ্নটি আছে ইংরেজীতে সে প্রশ্নটি নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, বাংলা মাধ্যমে যারা পরীক্ষা দিয়েছে তাদের অবস্থা কি হবে? আমরা বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষা দিয়েছি। অবশ্য কেউ কেউ

(৩-এর পৃঃ দ্রঃ)